যোগিনী সুধা

গার্গী ভট্টাচার্য

Jogini Sudha

***

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

যোগিনী সুধা

***

গার্গী ভট্টাচার্য

“All I can guarantee you is that as long as you are searching for happiness, you will remain unhappy.”

— U.G. Krishnamurti

দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের সাইকোপ্যাথ সদস্যরা আবার জন্ম নিয়েছে আর প্রমোদ মহাজনের সাথে যুক্ত হয়েছে বিজেপী ও আর এস এস এর মাধ্যমে এবং এরাই বিজেপীর গুপ্ত সদস্য যারা তুকতাকের দ্বারা দেশের ও দশের ক্ষতিসাধনে নিয়োজিত আছে। এরা আদতে রাক্ষস প্রজাতি। কোনো এথিক্স বা মরালের ধার ধারেনা। যতরকমের বেআইনি কাজ সম্ভব করে ও খুন জখম রাহাজানি ও অন্যানে জিনিসে যুক্ত। এদের কোনো লিমিট নেই।

এদের সব শক্তির উৎস হল ক্রিমিন্যাল গ্যাং ও তন্ত্রমন্ত্র। অর্থাৎ নানান যোগিনী সাধনা। এদের গুরুদের দ্বারা এরা নানান যোগিনী ও ভৈরবদের সাথে ও অন্যান্য গডদের সাথে যুক্ত যারা এদের মত ভ্রষ্ট সত্ত্বা ও তারাই এদের আরো সহয়তা করে জগৎকে নষ্ট করতে। ধরা পড়লে এদের ওপরের লোকগুনো থেকে তাড়ানো হয় কিন্তু ততদিনে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

অনেক যোগিনী ভগবানের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করছেন আবার অনেকে বিরুদ্ধেও গিয়েছে। তারা সবাই এইসব পাষন্ডের সাথে যুক্ত। যোগিনীদের উৎস নানান মাতৃকা থেকে। এরা

পাশ্বর্চর অথবা রেসিডিউ শক্তি । এদের কাজে লাগিয়ে শয়তান নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে থাকে ।

এদের আদতে কাজ হল হিলিং লাইট নিয়ে আসা এই জগতে ।

তাই ভবিষৎ যুগে তন্ত্র নাশ হবে ও একে হিন্দু ধর্মের এক পর্ণো পথ বলে আখ্যা দেওয়া হবে । যোগিনী ও তাদের ভৈরবদের পর্ণস্টার বলা হবে কারণ তাদের অত্যন্ত নোংরা কায়দাতে সাধনায় লাগানো হয় যা আদতে ভগবৎ লাভের পথ নয় বরং চিপ্ পাওয়ার পাবার পথ ও এতে সাধকের পতিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ।

যোগিনীদের যেহেতু অকাল্ট শক্তি থাকে অনেক তাই তাদের লালায়িত করে বদ্তান্ত্রিকেরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে জীবজগতের ক্ষতি করে থাকে ।

এইজিনিস আর হবেনা । তাই ভবিষ্যতে কেউ তন্ত্র করলে মৃত্যু অনিবার্য তার । মহাকালীকে পেতে ভক্তি দিয়ে ডাকতে হবে যেমন রামকৃষ্ণ ঠাকুর করেন অথবা অন্নদা ঠাকুর ইত্যাদি ।

ভেতল্য যোগিনী ও চিরিতন ভৈরব হল এরকম এক জুটি যারা ভগবৎ প্ল্যানের বিরুদ্ধে কর্মরত । এদের গুরুমা এক বদতান্ত্রিক

এবং জগতে বিচরণ করার সময় এই মহিলা শয়তানি শক্তি দিয়ে খুনজখম করতো ও সাধ্বী সেজে সমাজে বিচরণ করতো তাই এর ৫০ লাখ বার করে মোট চার দফায় জন্ম হবে বিকলাঙ্গ রূপে। কেবল একটি মাংসপিন্ড থাকবে আর কিছু ছিদ্র আর কিছু না।

আরো কিছু দেবতার শয়তানি শুরু হয় তাই তাদের গুরুদেরও ৫/৬ লাখ জন্ম এরকম মাংসপিন্ড হয়ে জন্ম নিতে হবে যার কেবল কিছু ছিদ্র থাকবে। এরা সবাই তন্ত্রমতে যুক্ত ও ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত আমার ও অন্যান্য বড় বড় সাধকদের ও এই ধর্মযুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে ক্রমাগত।

আমাকে বাণ তো মারেই আমার পতিদেবকে মেরেছে প্রাণহরণের জন্য কিন্তু মহর্ষি তাকে বাঁচিয়ে দেবেন ও তার বদলে তাকে ইনসেন হয়ে শুয়ে থাকতে হবে বহুদিন শয্যায়। এহল এক মহা মহা বাণ। এর থেকে বাঁচা খুব মুস্কিল। ওলাবিবি দেবী আপাতত: তাকে রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছেন ও আমাকেও আমার দেহের নানাবিধ মারণ ব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এর জন্য ওনার এইজগতে জন্ম নিলে অনেক সুবিধে হবে। যদিচ ওনার অসুখ হবে কিন্তু কোনো প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা ওনার ভোগ হবেনা আর এক পরম শান্তি ওনাকে আবৃত করে রাখবে সবসময়, যতই

অসুস্থতা তাঁকে আঁকড়ে ধরুক না কেন। আমার পার্থিব দেহ আরো ধরে রেখেছেন ঋষি অরবিন্দ ও ধন্বতরি দেব। নাহলে যা রোগে ধরেছে এতদিনে নাশ হবার কথা।

আমার মা ছিলো ভৈরবী মহাবিদ্যা। তাই কোনোদিন ভূত প্রেত ডাকতে হয়নি। নিজের থেকে আসতো। তবে মা খুব শক্তিশালী ছিলো তাই নেগেটিভ আত্মাকেও কন্টোল করতে পারতো।

মাকে তুকতাকে বসে রিচুয়াল করতে হতোনা। কারণ মা একজন মাতৃকা। আমরা ছোট থেকেই জানতাম যে শি ইজ আ মিডিয়াম। পরীক্ষার রেজাল্ট এসে স্পিরিটগণ বলে দিতো এইসব। পরে জানতে পারি যে পরিবারের বেশ কিছু দূর্ঘটনা উনি ঘটান রাগের বশে ও ব্যবসাদারের ব্যবসা ফেল হওয়া কিংবা এক্সামের পেপার দেখে নেওয়া আর চাকরির সময় সেটা হাসিল করা কারণ তখন ঐ বিভাগে মেয়েদের তেমন নেওয়া হতোনা।

আমার দেহে ডার্ক স্পিরিট লাগানো ইত্যাদি। তবে সেটা ঈর্ষার বশে। সেই স্পিরিট আমাকে মেরে ফেলে আরকি!

আমার সাথে কম্পিটিশান দিতো। বলতো যে তোমার মতন বিয়ের সম্বন্ধ আমারও এসেছিলো।

আমাকে অযোগ্য মনে করতো । লোকের কাছে গিয়ে আমার নিন্দে করে আসতো । নিজের ছোট বোনের মেয়েকে মাথায় তুলতো । সে এক জাঙ্কি ।

–জানি তুমি সর্বনাশি , তবু তোমায় মাথায় তুলে নাচি ।

তাকেই সম্পত্তির অংশ দিয়ে গিয়েছে আমাকে কানাকড়ি দেয়নি ।

অথচ সম্পত্তি কিন্তু আমার বাবারও । একা ওর নয় ।

কোনোদিন আমাকে গুরুত্ব দেয়নি । মনে করতো যে আমার কানাকড়ি যোগ্যতা নেই তবু আমার এমন লাখের ওপরে আয় করে , বিদেশে সেটেল হওয়া ও ৬ মাসের মাথায় বাড়ি কিনে ফেলা , সুইজারল্যান্ডে ঘুরতে যাওয়া পাত্রের সাথে বিয়ে হয় যে হিরে জহরৎ কিনে দেয় প্রায়ই তাহলে উনি কেন বঞ্চিৎ ?

উনি ক্লাসে ফার্স্ট হন , এত ব্রিলিয়ান্ট তাহলে ?

আমাকে সম্পত্তির এক কণাও দেয়নি অথচ আমি জানতাম যে তখন ভারতে আইন করে দিয়েছিলো যে সব সন্তান সমান ভাগ পাবে আইনত: কারণ মেয়েদের ওখানে বঞ্চিত করে । তবুও কিন্তু আমি ভাগ দাবি করতে যাইনি । আর আমাকে কথা শোনাতো যে

আমার সম্পত্তি আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাবো অন্য কেউ দাবি করতে পারেনা।

আসলে মনটা কর্দমাক্ত। নাহলে নিজের মেয়ের সাথে কম্পিটিশান দেয় ? মিন মাইন্ডেড মহিলা যে কন্ট্রোল ফ্রিক্ ও তন্ত্র দিয়ে সব কন্ট্রোল করবে মনে করে। এর ছোট বোনে হল জটিলা ও তার মেয়ে কুটিলা। এদের ত্রয়ী টিম। আমাকে কোনোদিন কোনো সুযোগ দেয়নি এই মহিলা ও তার বর। অথচ আমার ক্ষমতা নিয়ে পরিহাস করে গিয়েছে অথচ এর বোনের মেয়ে প্রতিপালিত হয়েছে অত্যন্ত যত্নে। আমি যা পড়তে চাইনি তা আমাকে পড়িয়েছে ও গায়ের জোরে সব করিয়েছে এই শয়তানি। এখনও আমাকে নেগেটিভ এনার্জি পাঠাচ্ছে। বলছে যে; হ্যাঁ –আমি আমার বোন ও তার মেয়েকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি সবসময়।

এই অপরাধে ওর পতন হয়ে গিয়েছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ও সেখানে খুব কনস্ট্রিক্টেড অবস্থায় ও থাকবে আর ওর বোন ও তার মেয়ে পতিতা হয়ে জন্ম নেবে ২০ জন্ম বিহার , বাংলা, উড়িষ্যা , সিকিম ও উত্তর পূর্ব ভারতের নানান স্থানে ঘেটোর বেশ্যালয়ে। তারা আমার স্বামী ও তার মায়ের উন্মাদনা দেখে এম্প্যাথি না দেখিয়ে আমাকে মক– করেছে যে পাড়ায় পরিচয় দিতে অক্ষম

তারা কারণ আমার পাগলের বাড়ি বিয়ে হয়েছে । অথচ আমি তাদের পাড়ার কেউ না । আমার বিয়ে সেখানে হয়নি ।

আমি দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে আর ওরা থাকে উত্তরে । আমার বিয়ে হয় দক্ষিণে । আর যদি বিয়ে হয়ও বা তবুও কষ্ট নেই একজনের জীবন নাশ হয়ে গেলো বলে ?

আর যখন এই বোন ও তার মেয়েকে অবসাদ রোগে ধরে তখন তা আমার কাছে চেপে দেয় আমার মা । আমি অন্য জায়গা থেকে শুনি ও তখন আমার মা খুবই আশ্চর্য হয় যেন আমি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে ফেলেছি । অর্থাৎ আমি ওদের কাছে হয়ে গিয়েছিলাম এক বাফুন যার এমন সৌভাগ্য হবার কথা নয় অথচ সে ফেরিটেল এর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলো । ওরা হল মস্ত মস্ত আকরিক মানুষ আর আমি দলছুট এক ব্ল্যাক শিপ্ । এই হল আমার ইগো সর্বস্ব , তান্ত্রিক মাতাশ্রী আর তার বোন ও বোনের মেয়ের কাহিনী । আগামি দিন এই মহিলাকে মনে রাখবে রাণী কৈকেয়ীর মতন শয়তানি ও কুটিল এক নারী রূপে ।

মহর্ষি আমার পতিদেবকে বাঁচালেন কারণ ওকে স্পিরিচুয়াল কাজ করতে হবে আর সেটাই ওর সাধনা ।

মারণবাণ মেরে নীতিন গাডকারিজীকে হত্যা করেছে বিজেপী । শয়তান তান্ত্রিক গোষ্ঠী । মিডিয়াতে খবর হয়ত আসবে না ।

উনি পরজন্মে প্রডেজি লিডার হবেন । ১৫/১৬ থেকে যুবদলে যোগ দিয়ে ১৯/২০/২১ এ মন্ত্রী হবেন । আর আগে যা যা লেখা হয়েছে সবই হবে সেরকম ।ইমরান খান অনেকদিন হয়ত জীবিত থাকবেন আর ওনার সাথে এই নীতিনজীর সুন্দর মেলবন্ধন বলে দেবে যে বয়স্ক ও তরুণ আর হিন্দু ও মুসলমান দিয়ে কিছু হয়না । সবই মনন ও চিন্তনের খেলা । ব্যান্ডের মিল হলে সবই শুভ হয় । নীতিনজী খুব তাড়াতাড়ি জন্ম নেবেন ।

দিদি অর্থাৎ রেখা মহাজন ওনার টুইন ফ্লেম । একই আত্মা দুটি দেহে । ওনাদের টুইন ফ্লেম জার্নি সামনের জন্মে শুরু হবে ও । হয়ত ১২ বছরের ভেদ হবে বয়সে ওনাদের । টুইনফ্লেম দের এমনই হয় । ওনারা দূরসম্পর্কের কাজিন হবেন । ছোট থেকেই ভাব হবে ওনাদের ও পরে বিবাহ । একটু সমস্যা হবে বিয়েতে তবে সুখী হবেন ওনারা । তিনখানা সন্তান হবে । দুটি যমজ ও একজন বড় পুত্র । সে হল রাহুল মহাজন । রাহুল পরে ভারতের

প্রধান মন্ত্রী হবেন । বড় পুত্রকে নীতিনজী তাঁর লিডারশিপ প্রতিভা দিয়ে যাবেন ।

দিদি অর্থাৎ রেখাজী ভালো হিলার হবেন । ওনার ডান হস্তের পামে একটি ত্রিশুলের চিহ্ন থাকবে যা বলে দেবে যে উনি ডিভাইন আদেশে এসেছেন মানুষের উপকার করতে এবং ওনার হাতের তালুতে হিলিং শক্তি থাকবে । তালু খুব উষ্ণ হবে ও যাকে স্পর্শ করবেন উনি সুস্থ হয়ে যাবেন ।

ওনার বিশাল লম্বা কেশ থাকবে । সেই কেশ সর্পিল আকার ধারণ করবে কারণ ওটা কুন্ডলিনীর মতন একটা সাইন হবে ।

সম্ভবত: উনি সেই কেশ খুব একটা ট্রিম করবেন না কারণ সেখানে ওনার হিলিং শক্তি থাকবে । একধরণের শামান্ হবেন উনি; তবে ভারতীয় ।

কারো মোক্ষ হলে, তাঁদের যেইসব সোলমেটেরা প্রস্তুত তাদের আত্মারা অনেক উঁচুতে, উচ্চস্তরে/লোকে উঠে যায় কারণ সেই পুল এনার্জি। যেমন কেউ যদি একটা দড়ি ধরে ওপর থেকে টানে তাহলে কি হবে ?ভারী জিনিস লাগানো হলে তা খুলে পড়ে যাবে কিন্তু হাল্কা জিনিসগুলো উঠে আসবে দড়ির সাথে সাথে ওপরে। ঠিক সেইরকম। যদি কারো আত্মা কর্মভারে ভারী হয় তাহলে সে বেশি ওপরে উঠতে সক্ষম হবেনা কিন্তু কেউ যদি কর্ম ভার মুক্ত হয়ে হাল্কা হয়ে যায় তখন তার পক্ষে ওপরের লোকে উঠে পড়া সহজ হবে। এখানেও একই লজিক কাজে লাগানো হয়।

তাই যদি সোলমেটগণ ভালো কাজ করে থাকেন তাহলে তাঁরা অনায়াসে অনেক ওপরে উঠে পড়তে পারেন অল্প সাধনা করেও তখন। আর এটাই ধ্রুব সত্য।

- **“All are gurus to us, the wicked by their evil deeds say ‘do not come near me’. the good are always good, therefore all are like gurus to us.”**
- **“Of all yogins, only he who rests his unwavering mind and love in me is dear to me.”**

“I do not consider anyone to be my disciple. I have never sought upadesh from anyone nor do I give ceremonial upadesh. If the people call themselves my disciples I do not approve or disapprove.”

— Ramana Maharshi

The End